ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩

কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

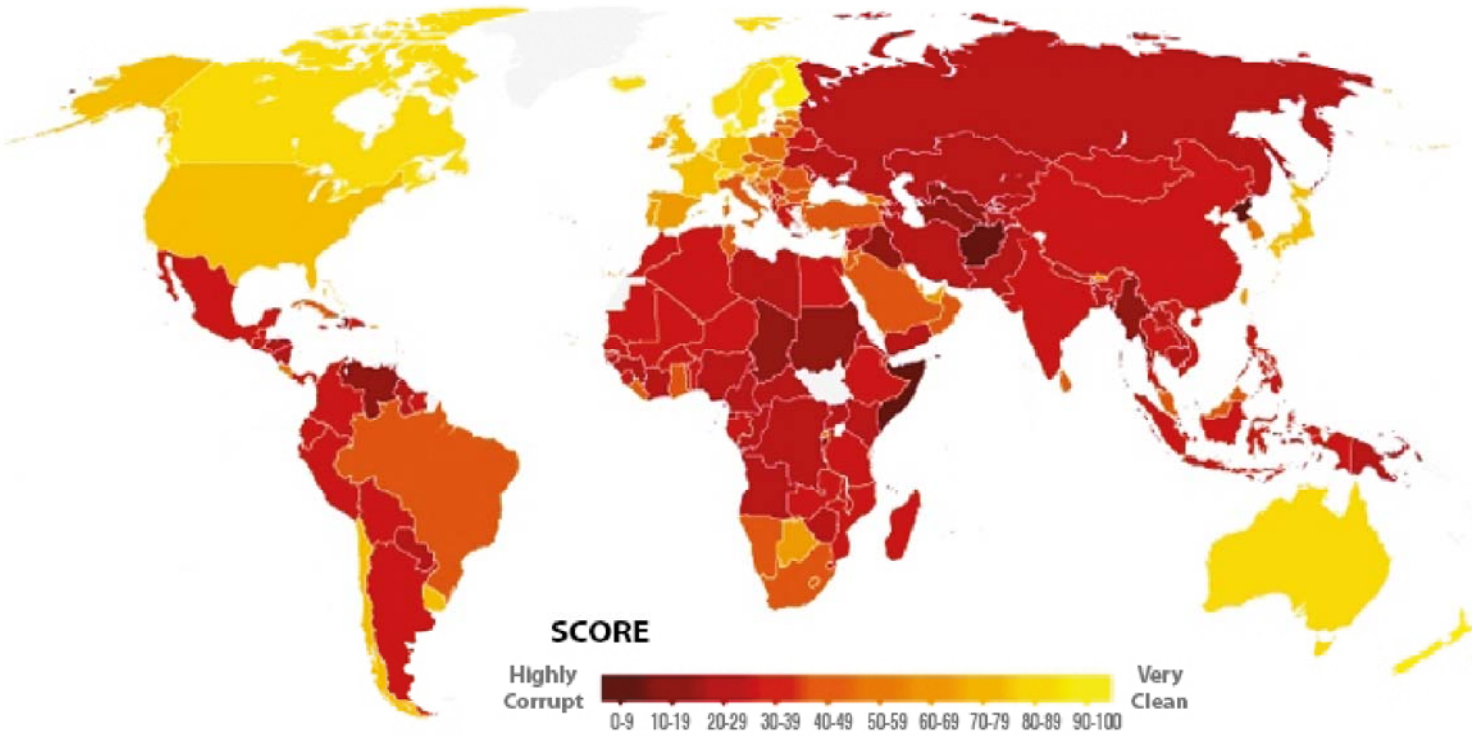

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩

কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৩
কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৩

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি-১৪১, রোড ১২, ব্লক ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৮৮৭৮৮৪, ৮৮২৬০৩৬, ফ্যাক্স : (৮৮২) ৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল : advocacy@ti-bangladesh.org, info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক ৩ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণা সূচক (করাপশন পারসেপশনস্ ইনডেক্স বা সিপিআই) ২০১৩ অনুযায়ী সূচকের ০-১০০ এর স্কেলে বাংলাদেশের স্কোর ২৭। তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৭৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষোড়শ বা ১৬তম। এবছর একই স্কোর পেয়ে বাংলাদেশের সাথে সম্মিলিতভাবে তালিকার নিম্নক্রম অনুযায়ী ষোড়শ স্থানে আরও রয়েছে আইভরি কোস্ট, গায়ানা ও কেনিয়া। সিপিআই ২০১৩ এ ১৭৭টি দেশের মধ্যে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। ২০১২ সালে সূচকে অন্তর্ভুক্ত ১৭৬টি দেশের মধ্যে নিম্নক্রম অনুযায়ী বাংলাদেশ ত্রয়োদশ অবস্থানে ছিল, অন্যদিকে ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ছিল ১৪৪তম, অর্থাৎ ২০১৩ সালের সূচকে ১ পয়েন্ট বেশি পেয়েছে এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী ৮ ধাপ এগিয়েছে।

২০১৩ সালে কম দুর্নীতিগ্রস্ত তালিকার শীর্ষে সম্মিলিতভাবে অবস্থান করছে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড, যাদের প্রত্যেকের স্কোর ৯১। ৮৯ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফিনল্যান্ড ও সুইডেন এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে নরওয়ে ও সিঙ্গাপুর যাদের স্কোর ৮৬। ৮ স্কোর পেয়ে ২০১৩ সালে তালিকার সর্বনিম্নে অবস্থান করছে সম্মিলিতভাবে আফগানিস্তান, উত্তর কোরিয়া ও সোমালিয়া। ১১ ও ১৪ স্কোর পেয়ে তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে সুদান ও দক্ষিণ সুদান।

উল্লেখ্য, ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সিপিআই-য়ে অন্তর্ভুক্ত দেশের অবস্থান ০-১০ এর স্কেলে নির্ণীত হতো। ২০১২ সাল থেকে এটি ০-১০০ এর স্কেলে নির্ণীত হয়। বাংলাদেশ ২০১২ সালে ২৬ স্কোর পেয়ে নিম্নক্রম অনুযায়ী ত্রয়োদশ, ২০১১ সালে ২.৭ স্কোর পেয়ে ত্রয়োদশ এবং ২০১০ সালে ২.৪ স্কোর পেয়ে দ্বাদশ, ২০০৯ সালে ২.৪ স্কোর পেয়ে ত্রয়োদশ, ২০০৮ সালে ২.১ স্কোর পেয়ে দশম, ২০০৭ সালে ২.০ স্কোর পেয়ে সপ্তম, ২০০৬ সালে ২.০ স্কোর পেয়ে ছিল তৃতীয় এবং ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে।

সারণি ১: ২০০১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্কোর ও নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান

সাল	স্কোর*	নিম্নক্রম অনুযায়ী অবস্থান	সূচকে অন্তর্ভুক্ত দেশের সংখ্যা
২০০১	০.৪	১	৯১
২০০২	১.২	১	১০২
২০০৩	১.৩	১	১৩৩
২০০৪	১.৫	১	১৪৬
২০০৫	১.৭	১	১৫৯
২০০৬	২.০	৩	১৬৩
২০০৭	২.০	৭	১৮০
২০০৮	২.১	১০	১৮০
২০০৯	২.৪	১৩	১৮০
২০১০	২.৪	১২	১৭৮
২০১১	২.৭	১৩	১৮৩
২০১২ *	২৬*	১৩	১৭৬
২০১৩ *	২৭*	১৬	১৭৭

* ২০০১-২০১১ পর্যন্ত ০-১০ স্কেলে; ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত ০-১০০ স্কেলে নির্ধারিত

সূচক অনুযায়ী ২০১৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান সংক্রান্ত ব্যাখ্যা

সূচক অনুযায়ী ১০০ এর মধ্যে ৪৩ স্কোরকে গড় স্কোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ২০১৩ সালের স্কোর ২৭ হওয়ায় দুর্নীতির ব্যাপকতা এখনো উদ্বেগজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

তবে তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্ত বা বাংলাদেশের অধিবাসীরা সবাই দুর্নীতি করে। সিপিআই সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবেই অনেক সময় এ ধরনের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। যদিও দুর্নীতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সুশাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে কঠিনতম অন্তরায়, তথাপি দেশের আপামর জনগণ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তারা দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগী মাত্র। ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি ও তা প্রতিরোধে দেশের নেতৃত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যর্থতার কারণে দেশ বা জনগণকে কোনোভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলা যাবে না।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের তুলনা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ভুটান। ২০১৩ সালের সিপিআই এ দেশটির স্কোর ৬৩ এবং ঊর্ধ্বক্রম অনুযায়ী অবস্থান ৩১। এর পরের অবস্থান শ্রীলঙ্কার, স্কোর ৩৭ এবং অবস্থান ৯১। ভারতের অবস্থান ৯৪ এবং স্কোর ৩৬।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এরপরে ৩১ স্কোর পেয়ে ১১৬ এবং ২৮ স্কোর পেয়ে ১২৭ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে নেপাল ও পাকিস্তান। এরপর ২৭ স্কোর পেয়ে ১৩৬তম অবস্থানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের পরে ৮ স্কোর পেয়ে সর্বনিম্ন ১৭৫তম অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ নিম্নক্রম অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ২০১২ সালের তুলনায় ২০১৩ সালে ১ পয়েন্ট বেশী পেলেও তা ২০১১ সালের স্কোরের (২৭) সমান। ২০১২ ও ২০১৩ এর সূচকে মালদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

সারণি ২: স্কোর অনুযায়ী তিন বছরে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের অবস্থান

	২০১৩ (১৭৭টি দেশ)		২০১২ (১৭৬টি দেশ)		২০১১**(১৮৩টি দেশ)	
দক্ষিণ এশীয় দেশ	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)	স্কোর	অবস্থান (উচ্চক্রম অনুযায়ী)
আফগানিস্তান	৮	১৭৫	৮	১৭৪	১৫	১৮০
বাংলাদেশ	২৭	১৩৬	২৬	১৪৪	২৭	১২০
ভুটান	৬৩	৩১	৬৩	৩৩	৫৭	৩৮
ভারত	৩৬	৯৪	৩৬	৯৪	৩১	৯৫
মালদ্বীপ	*	*	*	*	২৫	১৩৪
নেপাল	৩১	১১৬	২৭	১৩৯	২২	১৫৪
পাকিস্তান	২৮	১২৭	২৭	১৩৯	২৫	১৩৪
শ্রীলঙ্কা	৩৭	৯১	৪০	৭৯	৩৩	৮৬

* মালদ্বীপ সূচকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি **২০১১ এর স্কোর ২০১২ এর পরিবর্তিত স্কেলে রূপান্তরিত

দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) কী?

সিপিআই বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত একটি সূচক যা বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ব্যাপকতার একটি চিত্র তুলে ধরে। একটি দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে প্রণীত এই সূচকের মাধ্যমে দেশসমূহের দুর্নীতির অবস্থান নির্ণীত হয়। এটি একটি যৌগিক সূচক যাকে জরিপের জরিপও বলা হয়ে থাকে।

সিপিআই নির্ধারণে নির্ণয়ন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতা ও সূচকের সহজবোধ্যতার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ২০১২ সাল থেকে নতুন স্কেল ব্যবহার শুরু করে। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রবর্তিত ০-১০ এর স্কেলের পরিবর্তে দুর্নীতির ধারণার মাত্রাকে ২০১২ সাল থেকে ০-১০০ এর স্কেলে নির্ধারণ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে স্কেলের ০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণায় সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ১০০ স্কোরকে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার মাপকাঠিতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা সর্বাধিক সুশাসিত দেশ বলে ধারণা করা হয়। যে দেশগুলো এ সূচকে অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের সম্পর্কে এ সূচকে কোনো মন্তব্য করা হয় না।

সিপিআই নিরূপণ পদ্ধতি

সিপিআই অনুযায়ী দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ব্যক্তিগত সুবিধা বা লাভের জন্য 'সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার' (abuse of public office for private gain)। যে সকল জরিপের তথ্যের ওপর নির্ভর করে সূচকটি নিরূপিত হয় তার প্রশ্নমালায় সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের ব্যাপকতার ধারণারই অনুসন্ধান করা হয়।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত ১৩টি জরিপের ওপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালের সূচক প্রণীত হয়েছে। সিপিআই নির্ণয়কালে জরিপের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বোচ্চ মান এবং বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। সূচকের তথ্য সংগ্রহে মূলত চারটি ধাপ অনুসৃত হয়। যেমন: উপাত্তের উৎস নির্বাচন, পুনঃপরিমাপ, পুনঃপরিমাপকৃত উপাত্তের সমন্বয় এবং পরিমাপের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। জরিপগুলোতে মূলত ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং দেশে অবস্থানকারী দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের ধারণার প্রতিফলন ঘটে থাকে।

সিপিআই ২০১৩ এর জন্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ৭টি প্রতিষ্ঠানের জরিপ ব্যবহৃত হয়েছে। জরিপগুলো হলো: বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স ২০১৪ (স্কোর ২৩), ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ (স্কোর ২১), গ্লোবাল ইনসাইটের কান্ট্রি রিস্ক রেটিংস্ (স্কোর ৩২), পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেস এর ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড (স্কোর ৫০), বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট ২০১২ (স্কোর ২৩), ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের এক্সিকিউটিভ ওপিনিয়ন সার্ভে ২০১৩ (স্কোর ২১) এবং ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট পরিচালিত রুল অব ল ইনডেক্স ২০১৩ (স্কোর ২১) এর রিপোর্ট।

সূচকে ব্যবহৃত তথ্য

সিপিআই-এ ব্যবহৃত তথ্যের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: দুর্নীতি ও ঘুষ আদান-প্রদান; স্বার্থের সংঘাত ও তহবিল অপসারণ; দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগ ও অর্জনে বাধাদান; ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার; প্রশাসন, কর আদায়, বিচার বিভাগসহ সরকারি কাজে বিধি বহির্ভূত অর্থ আদায় এবং সর্বোপরি, এ ধরনের অনিয়ম প্রতিরোধে ও দুর্নীতি সংঘটনকারীর বিচার করতে সরকারের সামর্থ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা। এবারের সূচকে ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ এর তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে।

সিপিআই ও টিআইবি

সিপিআই নির্ণয়ে টিআইবি কোনো ভূমিকা পালন করে না। এমনকি টিআইবি'র গবেষণা থেকে প্রাপ্ত কোনো তথ্য বা বিশ্লেষণ টিআই-এ প্রেরিত হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। অন্যান্য দেশের টিআই চ্যাপ্টারের মতই টিআইবি স্থানীয় পর্যায়ে সিপিআই প্রকাশ করে মাত্র।

টিআইবি'র কার্যক্রম

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে টিআইবি 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্প (এপ্রিল ২০০৯ - মার্চ ২০১৪) এর সর্বশেষ বছর অতিক্রম করছে। চারটি দাতা সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি কোয়ালিশন তহবিল থেকে শর্তহীন আর্থিক সহায়তায় বর্তমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সহায়ক সংস্থাগুলো হলো: ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID), সুইজারল্যান্ডের দ্যা সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (SDC), সুইডেনের সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (SIDA) ও ডেনমার্কের দ্যা ড্যানিশ এম্বেসি।

বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত করার জন-দাবি জোরালো করা এবং সুনির্দিষ্ট ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে টিআইবি এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

গবেষণা ও প্রচারাভিযান

টিআইবি একটি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে 'সচেতন নাগরিক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে এক বৃহৎ প্ল্যাটফরম প্রতিষ্ঠা করেছে। স্থানীয় সচেতন, শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, সৎ, দুর্নীতিমুক্ত, দলীয় রাজনীতিমুক্ত, উদ্যোগী ও সাহসী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সচেতন নাগরিক কমিটি (Committee of Concerned Citizens) বা সনাক, দেশের ৩৮টি জেলায় ও ৭টি উপজেলায় সক্রিয় রয়েছেন।

টিআইবি'র সিভিক এনগেজমেন্ট বিভাগের ওপর অর্পিত স্থানীয় পর্যায়ের গবেষণা ও প্রচারণা কার্যক্রমের মূল শক্তি হচ্ছে সনাক এবং সনাক সংশ্লিষ্ট ইয়েস (ইয়ুথ এনগেইজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট) গ্রুপ। বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অর্জিত পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য সনাক কাজ করছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 'সততার অঙ্গীকার' সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সেবাগ্রহীতাদের নিকট আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

গবেষণা ও পলিসি

টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ইস্যুতে বছরব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত ফলাফল বা পরিবর্তনসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় নীতিমালা সংস্কারের লক্ষ্যে 'পরিবর্তন- ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্পে টিআইবি গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নীতি প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে সুপারিশমালা তৈরি করেছে। জাতীয় পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক অ্যাডভোকেসি করার জন্য ডায়াগনস্টিক স্টাডি, জাতীয় সততা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ, করাপশন ডেটাবেজ, জাতীয় খানা জরিপ এবং রিপোর্ট কার্ড জরিপসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান

বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পলিসি অ্যাডভোকেসিসহ দেশের সাধারণ জনগণ ও যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির জন্য টিআইবি'র আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ কাজ করছে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার যোগাযোগ; প্রচারাভিযান; অ্যাডভোকেসি; বিভিন্ন ইস্যুতে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম; ঢাকায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইয়েস গ্রুপের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান; তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনসহ সকল প্রকার প্রকাশনা; কার্টুন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী; দুর্নীতিবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা; অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার, প্রশিক্ষণ ও ফেলোশিপ; সদস্যপদ কার্যক্রম, ই-বুলেটিন, গণমাধ্যম প্রচারণা এবং গণনাট্য দলের কার্যক্রম এ বিভাগের উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে।

টিআইবি'র সকল কার্যক্রম দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকার বা এর কোনো অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী বা ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করে এমন কোনো কার্যক্রমও টিআইবি পরিচালনা করে না। বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র কার্যক্রমকে সরকারবিরোধী বা দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতিকারক হিসেবে অপপ্রচারের প্রয়াস সত্ত্বেও টিআইবি তার কার্যক্রমকে মূলত সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দুর্নীতিবিরোধী প্রত্যয়ের অংশীদার হিসেবে মনে করে।

টিআইবি বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠির পক্ষ হয়ে কাজ করে না এবং ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতির ওপরও কোনো প্রকার অনুসন্ধান, তথ্য প্রকাশ বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তাছাড়া, দেশে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনায় টিআইবি তার প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ ও লক্ষ্য বহির্ভূত অন্য কোনো উদ্দেশ্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। বস্তুত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সম্পূরক ভূমিকা পালন করাই টিআইবি'র মূল উদ্দেশ্য। টিআইবি নিজেকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার যেকোনো উদ্যোগের সহায়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মনে করে। সরকার ও কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন সময়ে অ্যাডভোকেসি ও সহযোগিতার মাধ্যমে টিআইবি দুর্নীতিবিরোধী আইনী ও কাঠামোগত পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা ও তার কার্যকরতার পথে চলমান ভূমিকা; জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে বাংলাদেশের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্তি এবং এর বাস্তবায়নে ভূমিকা; তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়ন; তথ্য প্রদানকারীর সুরক্ষা আইন প্রণয়ন; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন; পাঠ্যপুস্তকে দুর্নীতিবিরোধী অনুশীলন অন্তর্ভুক্তি; এবং স্থানীয় পর্যায়ে সেবাখাতে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার খাতে সেবার মান বৃদ্ধিতে ভূমিকা প্রভৃতি।

টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাপনা, কৌশলগত ও কর্ম পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট ও ম্যানুয়েল, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে প্রাপ্য। কোনো তথ্য ওয়েবসাইট বা অন্য প্রকাশনায় পাওয়া না গেলে তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হলো: info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠি, যা ব্যবহার করে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা যাবে। তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন: কুমার বিশ্বজিত দাশ, ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬।

দুর্নীতি দারিদ্র ও অবিচার বাড়ায়
আসুন দুর্নীতি রোধে সক্রিয় হই... একসাথে

সিপিআই সম্পর্কে আরো জানতে লগ অন করুন নিম্নের ওয়েব সাইটগুলোতে
www.transparency.org, www.ti-bangladesh.org